খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No. WBBEN/2010/32438 IRegd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

● Vol 03 ● Issue 02 ● February 2014 ● Price Rs. 2.00

পিকনিক ২০১৪

শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের কারণে জানুয়ারির প্রথম রবিবার থেকে পিছিয়ে পিকনিক এবার ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল নরেন্দ্রপুরে সিলেক্ট স্টোর্স-এর বাগানবাড়ি (এলাচি)তে।

সুন্দর সাজানো বাগান, কাকস্বচ্ছ পুকুরের পাশে বসবার জায়গাগুলো খুবই মনোরম। প্রাক্তনীরা সিমেন্টের বসবার জায়গাগুলোয় যেমন ব্যাচ অনুযায়ী আড্ডায় মেতেছিলেন তেমনি লতাপাতায় ঘেরা ছায়াবীথিতলে চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছেন।

এই আড্ডার সিংহভাগ জুড়ে ছিল সুন্দর সুন্দর বেড়াতে যাওয়ার জায়গার বর্ণনা যেমন ইছামতী ভ্রমণ, সুন্দরবনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

প্রাক্তনীদের স্ত্রীরা, যাঁরা এবার পিকনিকে গিয়েছিলেন তারা অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তাদের উচ্চকিত হাসির শব্দ শোনা গেছে যা আজকের দিনের রামগরুড়ের ছানা পরিবেষ্টিত সময়ে খুবই স্বাস্থ্যকর।

এই ম্যারাথন আড্ডার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছিল চিকেন, ভেজ পকৌড়া আর চা। তার আগে লুচি, তরকারি, জয়নগরের মোয়া দিয়ে প্রাতরাশ পর্ব সারা হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে ভাত, কড়াইশুঁটি দিয়ে ডাল, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, দুরকমের মাছ, চিকেন, চাটনি, পাঁপড়, রসগোল্লা আর আইসক্রিম দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারার পর, শেষ বিকেলে প্রাক্তনী ত্রিলোকেশ কুন্ডু কাচাকাছি দুটি দর্শনীয় স্থান দেখে আসবার উদ্যোগ নিলেন। এ দুটি হল পাখিরালয় আর বিশিষ্ট ভাস্কর চিন্তামণি করের সংগ্রহ কিন্তু এ দুটি হয়ে যাওয়ায় আমাদের দেখা হয়নি।

কিন্তু ১২৫ বছরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শিবমন্দির আর সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত বগলেশ্বরী মন্দির আমরা দেখলাম। বগলেশ্বরী মন্দিরের হাড়িকাঠটা দেখে আমার বারেবারে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের কথা কেন জানি মনে পড়ে যাচ্ছিল। সতি্য এ মন্দির দেখাটাও এক ভিন্নতর অভিজ্ঞতা। পরিশেষে, একটাই অনুরোধ ভবিষ্যতে কোনো পিকনিক স্পটের কাছাকাছি যদি দর্শনীয় স্থান থাকে তবে প্রাতরাশের পরে পরেই দেখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

— সুকমল ঘোষ, ১৯৬৯

শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান
জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক

১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের মহারাজ আত্মস্থানন্দজীর ভ্রাতা শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী)-র জীবনাবসান হল। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের এই প্রাক্তন বাংলার শিক্ষক বেনারস আশ্রমে ঐ দিন সকাল ৬টায় দেহরক্ষা করেছেন।

আমরা ওঁনার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

I have met him (Swami Kalikrishnanandaji) quite a few times in Varanasi ashram without knowing the JBI connection. He was always smiling, very humble and showered his love on me and my children. He wrote letters to me and my children when I used to live in U.P.
My pranam to him. May his smile change in laughter in Ramakrishnalok! Best regards

— Arup Krishna Saha

May his soul rest in peace

— Dr. Arindam Basu

I pray to God let his soul rest in peace!

— Swapan Basu

শতবর্ষের আলোকে তথ্যচিত্র

বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক প্রাক্তনী শ্রী রাজা মিত্র '৬১ বিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ শতবর্ষের ইতিহাস তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই তথ্যচিত্রের সিডি মাত্র ১০০ টাকায় অ্যালমনি অফিসে পাওয়া যাচ্ছে।

শতবর্ষিকী স্মারক সংকলন

১৯১৫-২০১৩ সালের বাহাত্তর জন ছাত্রের বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানান অনুভব ও অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছে শতবার্ষিকী গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। শ্যামল দত্ত রায়ের চার রঙা ছবি এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই গ্রন্থের মূল্য ২০০ টাকা এই গ্রন্থটিও পাওয়া যাচ্ছে অ্যালমনি অফিসে।

এই সংখ্যাটি দীপাঞ্জন বসু '৬৪-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

পিকনিক নিয়ে মতামত . . .

সম্পাদকমশাই সমীপেষু,

'রি-ইউনিয়ন' শব্দটিকে সর্বার্থে নিংড়ে বেটে, ছেঁচে, গুলিয়ে — চিবিয়ে, চুষে, গিলে আর চুমুক দিয়ে হজম করাকেই যে '...জগদ্বন্ধু অ্যালমনি...-র পিকনিক' বলে, সেটা মালুম করলাম ৯ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রপুরে সিলেক্ট হাউস থেকে ফেরত আসার সময়।

সম্পাদকমশাই 'পিকনিকের আনন্দ' নিয়ে মতামত জানতে চেয়ে এস এম এস করেছেন। বলা বাহুল্য, পিকনিকের সমস্ত দিন ওর মুখটিতে আর চোখের কোলে ওই জিজ্ঞাসাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

যদি সেদিনের খাওয়াদাওয়া, যাওয়া-আসা আর আতিথেয়তার কথা তুলি তবে একশোতে নব্বুই আমার মতো কড়া পরীক্ষকেরও হাত ফস্‌কে বেরুতে পারে। দশনম্বর অবশ্যই বাসের টিকটিকে গদাইলশকরি গতির জন্যই নিলাম কেটে, এটা অনিচ্ছাকৃত হলেও সম্পাদকমশাইকে মানতেই হবে যে যাওয়ার উত্তেজনাকালে যাত্রীদের গজের চেয়ে অশ্বই বেশি পছন্দের। তাছাড়া পুরো পুরো নম্বর পেলে পরবর্তী আয়োজনের উদ্‌যোগে খানিক ভাঁটা আসতেই পারে। সেটি হচ্ছে না।

বাস থেকে পিকনিকের তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করেই 'বাঃ' শব্দটি নিজে যেমন বলেছি, অন্যদের তৃপ্তির উল্লাস কান পেতে শুনেছি— 'দারুন' 'চমৎকার' ...। সত্যিই এমন বাগানবাড়িতে সাপ্তাহিক ভ্রমণের রুটিন তৈরির সাধ জাগে। বাগানের শান্তিনিকেতনি সজ্জবাহার, পুকুরের জলে মাছের ছায়া আর দোলনার দুলুনি উপভোগ করতে না করতেই — তাল পড়ার খবরের মতো পাতে গরম গরম লুচি আর জয়নগরের মোয়া পড়ার খবরে ম ম করে করে উঠল পিকনিক চত্বর। পিকনিকের প্রথাগত নিয়মে সকালের চোঁ চোঁ পেটে একচোখ খিদে নিয়ে লুচির কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে হা-পিত্যেস করার অভ্যেস এবার ছাড়তেই হল। খিদের পেটে অমৃত সাবাড় করে দিনযাপনের স্থানসন্ধান— বলা যেতে পারে জায়গা জবরদখলের খেলায় নেমে পড়লেন জগদ্বন্ধুর ছেলে থেকে বুড়ো সক্কলে। কিন্তু অচিরেই প্রত্যেকে তৃপ্তিদায়ক আরামের জায়গা দখল করে নিজেদের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন। আসল সত্য হল—পছন্দসই জায়গার খামতি ছিল না। এইবার জগদ্বান্ধবরা স্বার্থপরের মতো ব্যাচে ব্যাচে ভাগ হয়ে কিংবা পরিচিত পরিবারবর্গের ঘনিষ্ঠতায় অন্যদের উপস্থিতি বিলকুল ভুলে তুমুল আড্ডায় কখনও গলাগলি কখনও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে নিরত হলেন। পকোড়া, স্যালাড আর চিল্লামিল্লি সহযোগে আমরা ৮৫'র জনা ষোলোয় যেরকম বিচ্ছিরিরকমের ফুর্তি করলাম, সেরকম লাগামহীন স্ফূর্তির আতিশয্যেই বোধহয় রবি ঠাকুর গান বেঁধেছিলেন—

"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান /
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই টান রে সবাই টান ..."।

অনুমান করতে পারি, এমনই আনন্দে স্বার্থপরদের সব গোষ্ঠীগুলোই মাতল—তাদের কেউ গোছানো বাড়ির বারান্দায় সোফা-উপগত হয়ে, কেউ উঠোনে, কেউ কুঞ্জছায়ায়।

সত্যি বলছি সম্পাদকমশাই, একটুও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাগাড়ম্বর না করে—দুপুরে ডাল, ভাত, ভাজার সঙ্গে রুই মাছের খান্ডা পিস, পারসের মোহময় পারসিক সৌন্দর্য আর মুরগির ঝোল— মাইরি বলছি—ব্যাকুল করে দিল মনটা, কান পাতলে উদ্‌গারের শব্দও শুনতে পাবেন। আহা, সবে পেট ভরে খেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঢুলুঢুলু আমেজ নিচ্ছি ঠিক তখনই কোন্ আদেখলা অশান্তচিত্ত (যদি আপনি হন, মার্জনা করবেন) যে 'কয়ালের পাখিরালয়ে'র সন্ধান এনে খেপিয়ে তুলল অর্ধেককে, বিশেষত মহিলাদের! বাস ঘুরিয়ে পক্ষীসন্দর্শনে আপনারা যান মশাই। ঝিমুনি অব্যাহত থাকে। ঝিমুতে ঝিমুতে আড্ডায় ফোড়ন, পাঁচফোড়ন দিতে দিব্যি লাগে। তারপর তারপর ... সেই বাস ... সেই পথ ... মাঝে মাঝে বন্ধুদের নেমে যাওয়া ... যে যার গন্তব্যে ... জীবনের অমোঘ নিয়ম চলতেই থাকে।

পত্রশেষে 'ধন্যবাদ'-টুকু শুধু জানাতে হয় বলে জানাচ্ছি না বোধহয় এই প্রথম। এত প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে এমন আনন্দ বহুদিন হয়নি।

— সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ('৮৫ মাধ্যমিক)

নরেন্দ্রপুরে ৯ তারিখের পিকনিক নিয়ে কিছু মতামত পেশ না করে পারছি না। আমরা ঘনিষ্ঠ ক'জন বন্ধু মিলে ঠিক করেছিলাম পিকনিক বাস স্পটে পৌঁছানোর আগেই আমরা পৌঁছে যাব সিলেক্ট হাউসের দোরগোড়ায়। রুট ম্যাপ নেওয়া ছিল আগেই। উদ্দেশ্য মতো পৌঁছোলামও পিকনিক বাস পৌঁছোনোর পনেরো-বিশ মিনিট আগে। সিলেক্ট হাউসের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে সত্যিই অবাক হয়েছি —এ তো কারুর সাজানো সুন্দর বাংলো বাড়ি! ফুলের বাগান, পুকুর, গোছানো ঘরদোর — সর্বত্র একটা নিপুণ পারিপাট্য। প্রাতরাশ

শেষ করেই গল্প গুজবের জন্য ঘর বাছাই করলাম, কিছু সিনিয়র দাদাদের সঙ্গে ঘর শেয়ার করে আমাদের আড্ডা শুরু হল। সাড়ে এগারোটা থেকে টানা তিন-চার ঘণ্টা পকোড়াযোগে আড্ডা চলল। পকোড়া ও তরল জুশ যেন আমাদের আড্ডায় অন্য মাত্রা যোগ করল। বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরে যেন 'স্রোতে ভাসা'। দ্বিপ্রাহরিক আহার সাঙ্গ করে ফেরার তোড়জোর শুরু করলাম আমরা। তবে এই দিনটা মনে থাকবে বহুদিন আর পরের বছরের পিকনিকের জন্য সমস্ত বছর ধরেই থাকব প্রতীক্ষায় —এটা বলতে পারি।

—প্রতীপ ধর (২০০৪)
dspratip@gmail.com

দিনটা কাটল দারুন। স্পটের সৌন্দর্য বোধহয় পিকনিকের আনন্দ অনেকটা বাড়িয়ে দিল। রজতবাবুকে অনুরোধ এই স্পটটিকে প্রতি বছরের জন্য পাকা করে ফেলুন।

— মৈনাক ঘোষ (২০০৪)

দারুন উপভোগ্য ছিল সমস্ত অনুষ্ঠান। পিকনিকের মতো আরও কিছু বিনোদনের আয়োজন করুক অ্যালমনি। আশা করব এবার যারা যোগ দিতে না পেরে এই আনন্দ রস থেকে বঞ্চিত থাকল পরের বছর তারা যেন সুযোগ না ছাড়ে।

— সৌরভ ঘোষ ('৮৭)

বিগত কয়েক বছর ধরেই আমি ও আমার স্ত্রী জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের অ্যালমনির পিকনিকে সোৎসাহে যোগদান করে আসছি। এবারের পিকনিকও সব দিক থেকেই চমৎকার হয়েছে। স্পটটাও ছিল জব্বর। খাবার, বাস থেকে সমস্ত আয়োজন ছিল নিপুণ। সংগঠকদের অবশ্যই ধন্যবাদ ও তারিফ প্রাপ্য।

— অরুণ কুমার মণ্ডল ('৫৩)
arun_mandal2h@yahoo.com

জীবনে এমন পিকনিকের অংশীদার হওয়ার সুযোগ খুব কম বারই ঘটেছে। আগাগোড়াই পিকনিক মনে রাখার মতো হয়েছে। দুর্দান্ত যাত্রা, দুরন্ত পিকনিক স্পট, আরামদায়ক আয়োজন, দারুণ স্বাদু খাবার-দাবার আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার আকর্ষণ মিলে দিনটা হয়ে উঠেছিল যেমন আনন্দঘন, তেমনই বর্ণময়। প্রতিদিনের চাপ আর 'দিনযাপনের গ্লানি'র বাইরে এই স্বাদ অনন্য। এমন চড়ুইভাতি যারা সংগঠন করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটা আর্জি জানাই— এইরকমই পিকনিক বা বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন হোক অন্তত বছরে তিন বার। অবশ্যই আমাদের দক্ষিণাতেই। এটা নিয়ে আলোচনা হোক ব্লগে।

— পার্থ রায় ('৮৭)

জীবনে কোনো পিকনিকে গিয়ে চোয়াল ব্যথা নিয়ে ফিরেছি বলে তো মনে পড়ে না। সেদিন পিকনিকে আমাদের '৮৫ মাধ্যমিকের ব্যাচে আড্ডার খোরাক এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে হাসির দমকে বহুক্ষণ সেদিন চোয়াল ব্যথা করেছে। এজন্য অবশ্যই ওই ব্যাচের পার্থ রায়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। এই অনাবিল হাসি নিশ্চয়ই আমাদের ফুসফুসে বাড়তি অক্সিজেন যোগাল সেদিন, যা সঞ্চিত থাকবে বাকি বছর ধরে। এরপরের আয়োজন মন্দারমনিতে। আশা রাখি, আবার একটা নক্ষত্র সমাবেশ ঘটবে।

— দেবদীপ দে ('৮৭, উ.মা.)

৯ তারিখ স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অ্যালমনির পিকনিকে গিয়েছিলাম। খাদ্যতালিকা যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনই সুগন্ধী, সুস্বাদু রান্না। কড়াইশুঁটির কচুরি, ফুলকপির তরকারি, জয়নগরের মোয়া দিয়ে প্রাতরাশ শুরু আর দুপুরে ভাত ডাল-আলুভাজা-কাতলামাছ-পা রসে মাছ-চিকেন কষা-চাটনি পাপড় মিষ্টি আইসক্রিম। এলাহি খাওয়া দাওয়া। আমার ছেলের তো পিকনিক দারুন লেগেছে। পিকনিকের বাড়তি সংযোজন ছিল দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর কাছেরই দুটি মন্দির পরিভ্রমণ।

৪৬-৪৭ সালের প্রাক্তনী থেকে আমাদের ইস্কুলের নতুন পাশ করে বেরোনো ছাত্রদের পর্যন্ত — সকলের সঙ্গে আড্ডা মারার এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তবে পিকনিকে আরও বেশি সংখ্যক প্রাক্তনীর অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল।

— পার্থপ্রতিম রায় ('৮৩)

পঞ্চাশে চৌষট্টি

চৌষট্টি সালের ছাত্রদের এ বছর বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

এই বছরের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের একান্ত অনুরোধে, ওই শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনীদের একটি বিশেষ পুনর্মিলন বা স্কুল ছাড়ার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এক জমায়েতের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা সফল করতে শ্রী প্রসূন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৬৪) মো ৯৮৩০৭৬৩৯২৮ ঙ্গ ৯৮৩০৬৬৩৯৮

ইমেল - **ganguly.prasun@yahoo.com** এবং রজত ঘোষ ('৮৫) মো - ৯৮৩০৫৭৯২৩০ ইমেল - **jbi.alumni.1914@gmail.com** এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনাদের এবং আপনার পরিচিত সহপাঠী সকলকেই এ বার্তা পৌঁছে দিন। আপনাদের উপস্থিতির উপরেই এই সুবর্ণ জয়ন্তীর বর্ণচ্ছটা নির্ভর করছে।

শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

১০ জানুয়ারি, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন হাইকোর্টের প্রাক্তন, প্রধান বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে স্যার আশুতোষের দৌহিত্র চিত্ততোষবাবু যেন একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করলেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয়, শিক্ষিকা শ্রীমতী সর্বাণী রায়চৌধুরীর পরিচালনায় বিদ্যালয় সংগীত, 'হৃদয় ভরে আলোর গানে, মোদের বিদ্যালয়' দিয়ে। ১৯৬৪ সালে, বিদ্যালয়ের প্রয়াত শিক্ষক মহাশয় শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকী এই গানটি রচনা করে সুরারোপ করেন। অনুষ্ঠানে শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়।

৭৫ সালের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রস্তুত শতবর্ষের স্মারক স্তম্ভেরও উন্মোচন করেন শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। এই স্তম্ভে 'মা ও শিশু' এই ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী হিরণ মিত্র।

উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে বক্তব্য পেশ করেন শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, প্রাক্তনী, ড. দিলীপ কুমার সিংহ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান ছাত্র শ্রী বিজন চট্টোপাধ্যায়ের স্বরচিত কবিতা সকলকে আনন্দ দেয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পীদ্বয় জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু।

লোকগান পরিবেশন করেন গঙ্গাধর ও তুলিকা। এই শিল্পীদের অনুষ্ঠান উপস্থিত প্রাক্তনীদের প্রভূত আনন্দদান করে।

১১ জানুয়ারি, বার্ষিক 'খেয়া'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী সুভাষ বসু।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শ্রী রাজা মিত্র 'শতবর্ষের আলোকে' শীর্ষক এই তথ্যনিষ্ঠ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। এইদিন এই তথ্যচিত্রটি পরিবেশিত হলে প্রাক্তনীরা বিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হন।

সংগীত পরিবেশন করেন ৮৩ সালের প্রাক্তনী শ্রী রজত চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী জয়তী চক্রবর্তী। এই দুই শিল্পীর গানই উপস্থিত প্রাক্তনী ও তাদের পরিবারবর্গের সকলকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

১২ জানুয়ারি, বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের বর্ষীয়ান ছাত্র, সুকবি শ্রী বিজন চট্টোপাধ্যায়। 'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কী রে আয়' গানটির মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিবেশটি স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে।

প্রাক্তন শিক্ষক মহাশয়েরা অনেকেই প্রাক্তন শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন। প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও প্রাক্তনীরা জানতে পারেন।

মধ্যাহ্নভোজন, প্রাক্তনীদের নানান স্মৃতিচারণ ও নির্ভেজাল আড্ডার মধ্য দিয়ে শতবর্ষের পুনর্মিলন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

Blog :

http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

আমাদের অ্যালমনির ওয়েবসাইটে নবতম সংযোজন ব্লগ। সুতরাং দেদার মতামত জানানোর এক প্রশস্ত পরিসর। প্রাক্তনীরা লেগে পড়ুন মতামত জানাতে।

মন্দারমণিতে রাত্রিবাস

পিকনিকের রেশ ধরেই এক বড়োসড় পিকনিকের অবতারণা।
উৎসাহী প্রাক্তনীরা এক্ষুণি যোগাযোগ করুন অ্যালমনিতে।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.